দৈনিক খবর

তারিখ ... 11 OCT. 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

96

020

প্রাইমারী পরীক্ষার জন্য সেন্টার প্রথা

বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীর মানোন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার ন্যায় সেন্টার প্রথা চালু করেছেন। বর্তমানে গুটিকয়েক জেলাতেই ইহা সীমাবদ্ধ। উল্লেখ্য যে, যে কোন পদ্ধতিই ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে, পঞ্চম শ্রেণীর সেন্টার পদ্ধতি কোন্ উন্নতির লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে?

আমার মনে হচ্ছে, এই পদ্ধতিতে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হবে। কারণ, গত বছর দাগনভূঁইয়া উপজেলার কয়েকটি পরীক্ষা সেন্টারে গিয়ে দেখতে পেলাম ছাত্ররা নকল করছে। আর সে নকল অভিভাবকরাই সাপ্লাই দিচ্ছে। শিক্ষকেরাও স্ব স্ব স্কুলের ছাত্রদেরকে সাহায্যের কাজে ব্যস্ত। তাই আমি মনে করি এই পদ্ধতি গোটা দেশে প্রচলন করে এখন থেকেই কোমলমতি ছাত্রদের নকলের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে নতুবা পুরোপুরিভাবে বাদ দেয়া হোক।

এম এ খালেক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জেলা পাবলিক লাইব্রেরী থেকে উপজেলা সদর অনেক দূরে হওয়াতে পাঠকরা এতদূর এসে পড়া শুনা করতে অক্ষম। তবুও মাঝে মাঝে উপজেলা থেকে পাঠকরা এসে জেলা পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখানে তারা বেশীক্ষণ পড়াশুনা করতে পারে না। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে এখনও ৭/৮টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরী চালু হয়নি।

অতএব, অবিলম্বে উপজেলার কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং জনগণের সুবিধার্থে উপজেলায় সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী এবং বাকী ৭/৮ টি জেলার সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীগুলোও চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।